সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

বান্দরবানে 'পাহাড় অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত আউশ ধানের জাতের... ২ | রাজশাহীতে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন... ৩ | পাবনায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত... ৪ | বারি বিটি বেগুন-৪ এর ফলন দেখে কৃষকেরা আনন্দিত... ৫

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪০তম বর্ষ ◻ দ্বাদশ সংখ্যা ◻ চৈত্র-১৪২৪ ◻ পৃষ্ঠা ৮

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে দরকার সমন্বিত কাজ

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

'টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে উন্নয়নকে টেকসই করা যাবে না। পাশের বাসায় অভাবী লোক রেখে আপনিও নিরাপদ থাকতে পারবেন না।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মঙ্গলবার ২৭ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর ফার্মগেটস্থ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়ামে 'এসডিজি' (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট) বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এসব কথা বলেন।

এসডিজি অর্জনে তাগিদ দিয়ে সিনিয়র

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

–আশরাফুল আলম কুতুবী, কৃতসা, কক্সবাজার

গত ১৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ কক্সবাজারের নুনিয়ার ছড়ায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্থাপিত সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনের সাথে জড়িত উপস্থিত কৃষকদের সাথে আলাপ করেন এবং কিভাবে সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদন করা হয় তা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দক্ষ ও বুদ্ধিভিত্তিক জাতি গঠনে পুষ্টিমান উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয়

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

দক্ষ ও বুদ্ধিভিত্তিক জাতি গঠনে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে। সময় এসেছে এখন খাদ্যে পুষ্টিমান নিরূপণ করার। ৩১ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সেচ ভবনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়ে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বান্দরবানে 'পাহাড় অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত আউশ ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

গত ০৫-০৪-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী 'পাহাড় অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত আউশ ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসীন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো: ফরিদ উদ্দিন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাকির হোসেন মজুমদার। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সূচনা বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন।

টেকনিক্যাল সেশনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বিষয়ভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য। তিনি রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বর্তমান ফসল বিন্যাসভিত্তিক ফসল আবাদ পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং খরিপ-১ মৌসুমে আউশ ধান চাষে উচ্চফলনশীল নেরিকা ধানের আওতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসীন পাহাড় অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত আউশ ধানের জাত কৃষকদের মাঝে দ্রুত গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম বলেন, কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের কৃষি বর্তমান বিশ্বের কাছে একটি মডেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ পার্বত্য অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নেরিকা ও এই এলাকার জন্য উপযোগী অন্যান্য আউশ ধানের আবাদ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, জুম চাষ এই এলাকার ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতি হলেও জুমে ধানসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন কম। পাহাড়ের সমতলে ও ঢালে স্বল্প পানিনির্ভর খরা সহনশীল নেরিকা জাতের ধান চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে প্রচলিত জুম চাষের স্থলে উচ্চফলনশীল জাতনির্ভর ফসল চাষ প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কর্মশালায় আগত কৃষক, উন্নয়নকর্মী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীগণ পার্বত্য এলাকায় উচ্চফলনশীল আউশ ধান চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

খুলনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ফ্রেশকাট প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফ্রেশকাট প্রকল্পের কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

–কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সম্প্রসারণ কর্মসূচি এর আওতায় খুলনার ড্যাম অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) সুশান্ত কুমার কুন্ডু প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের কর্মসূচি পরিচালক তৌফিক মোঃ রাশেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: আব্দুর লতিফ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার উপপরিচালক দেওয়ান আসরাফুল হোসেন। এ সময় তিনি বলেন, দেশে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিলিয়ে প্রায় ৯০টির মতো সবজির চাষ হয়ে থাকে, এর মধ্যে ৩০-৩৫টি প্রধান সবজির আবাদ বেশি হয়ে থাকে, যার বার্ষিক উৎপাদন আলুবাদে প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সেই সাথে ১.৩৭ লক্ষ হেক্টরে ৭০ প্রকারের ফলের চাষ হয়, যার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪৮ লক্ষ টন। বর্তমানে আমাদের দেশে বড় বড় শহর গুলোতে মানুষের কর্মব্যস্ত জীবনে বহুমুখী খাদ্যভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে সময় সাশ্রয়, সহজে রন্ধনযোগ্য, সংরক্ষণ, অপচয় কমিয়ে পরিবেশবান্ধব খাদ্য গ্রহণে ফ্রেশকাটের চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে। তিনি বলেন, সতেজভাবে, স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমান বজায় রেখে তাজা সবজি ও ফলকে ব্যবহার উপযোগী টুকরা করে প্যাকেট বা মোড়কে সুসজ্জিত অবস্থায় ভোক্তার কাছে উপস্থাপন প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় করতে সরকার এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীদের মাঝে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের জ্ঞান সম্প্রসারণসহ সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো সম্ভব হবে। এ কর্মসূচি দেশের ৪টি বিভাগের ঢাকা, নরসিংদী, খুলনা, রংপুর ও কুমিল্লা জেলা শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, কর্মসূচী এলাকায় প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও সালাদ, বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাকসবজি, কচুরলতি এবং ফলমূলের মধ্যে কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজসহ অন্যান্য ফল স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপার শপগুলোতে সরবরাহের মাধ্যমে বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কর্মশালায় কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই খুলনার মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, দৌলতপুর খুলনার কর্মকর্তা, বিএডিসি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বারি দৌলতপুর, জেলা তথ্য অফিস, সিটি কর্পোরেশনের বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, স্থানীয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মকর্তা ও প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকগ্রুপসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কারিগরি সেশনে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বেগুনী রঙের ধান বিদেশী জাত নয়, দেশী জার্মপ্লাজম

–কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন, ব্রি, গাজীপুর কৃতসা, রাজশাহী

ছবি দেখে মনে হতে পারে ফটোশপ করা ধানক্ষেত বা দূর থেকে দেখে মনে হবে ধানের ক্ষেতে বুঝি কোনো রোগ লেগেছে অথবা পোকার আক্রমণে সারা ক্ষেতের ধান বেগুনী হয়ে গেছে। আসলে এর কোনোটিই নয়। এটি এমন একটি ধানের জাত, যার পাতার রঙটাই বেগুনী। শুধু কি পাতার রঙ, ধানের ও চালের রঙও বেগুনী বা পার্পল হতে পারে। তাই কৃষকদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধানের পরিচিতি বেগুনী রঙের ধান বা পার্পল রাইস। সব থেকে বড় কথা এটা বিদেশী কোনো জাত নয়, আমাদের দেশীয় ধানের জার্মপ্লজম। কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার মনাগ্রামের কৃষক মঞ্জুর হোসেন এলাকায় পাম মঞ্জুর নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ওই এলাকার একজন সফল কৃষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেও তিনি কোনো চাকরি ধার ধারেননি। কৃষিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে পাম চাষ করে পাম ফল হতে তেল উৎপাদন করেন। এ ছাড়া নিজস্ব মেশিনে সরিষার তেল ও খৈল উৎপাদন করেন। তার রয়েছে মাছের ও গরুর খামার। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নানা ফসল ও ফলের জাত সংগ্রহ করে নিজের বাগানে চাষ করাই তার শখ। সে শখের বশেই চলতি বোরো মওসুমে ৪ শতাংশ জমিতে করেছেন পার্পল ধানের চাষ। তার ভাষ্য মতে, গত বোরো মওসুমে সুন্দরবন যাওয়ার পথে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার একটি জমিতে বেগুনি রংঙের কিছু ধান গাছ দেখতে পান। জিনিসটা কি ছিল তা ভাবতে ভাবতেই বিশ কিলোমিটার চলে যান। কিন্তু কৌতূহল দমাতে না পেরে সেখানে বাস থেকে নেমে ফিরে আসেন এবং খুঁজে বের করেন জমির মালিক কৃষক লাল মিয়াকে।

লাল মিয়ার কাছ থেকে জানতে পারেন আগের বছর তার বোরো ধানের ক্ষেতে কয়েকগুছি বেগুনী ধানের গাছ দেখতে পান। কিন্তু বীজগুলো কোথা থেকে এলো তা তিনি জানতেন না। ধান কাটার পর তিনি বীজগুলো আলাদা করে সংগ্রহ করেন এবং গত বছর সে বীজ দিয়ে সামান্য জায়গায় চাষ করেন। তিনি জানান, তার কাছে আর কোনো বীজ নেই। কৌতূহলী মঞ্জুর হোসেন এতে দমে যাননি। বরং ১০০০ টাকা অগ্রীম বুকিং দিয়ে আসেন কুরিয়ারে কিছু বীজ পাওয়ার আশায়। অবশেষে তিনি কুরিয়ারে ২৫০ গ্রাম বীজ হাতে পান।

স্থানীয় ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব ছালেকুর রহমান শামীমের পরামর্শ মোতাবেক তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে পেট্রিডিসে অংকুরোগদম করে তারপর বীজতলায় ফেলেন। পরে ৪০ দিন বয়সের চারা প্রতিগুছিতে একটি করে দিয়ে ৪০ শতাংশ জমিতে রোপণ করেন। বর্তমানে চারার বয়স ১১৪ দিন। প্রতি গুছিতে ১০-১৪টি কুশি রয়েছে। গাছের উচ্চতা ৮০ সেমি.। গাছ থোড় অবস্থায় আছে। ধান গাছগুলো গাঢ় বেগুনী রঙের। কিন্তু কচি পাতাগুলো সবুজ রঙের, যা পর্যায়ক্রমে পার্পল রঙ ধারণ করে। এই কৃষক জানান, তিনি প্রথমে বিষয়টি কাউকে জানাতে চাননি। এ বছর সফলভাবে বীজ উৎপাদন করে পরের বার সবাইকে জানানোর ইচ্ছা ছিল তার। তবে একটি পত্রিকায় তার এই ব্যতিক্রমী ধানক্ষেতের ছবি ও খবর ছাপা হলে বিষয়টি সবার নজরে চলে আসে। তিনি জানান, তার পার্পল ধানের জমিটি এখন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্রির বিশেষ পর্যবেক্ষণে রয়েছে। সম্প্রতি কৃষক মঞ্জুর হোসেনের পার্পল রাইসের জমিটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্রির বিজ্ঞানীরা সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন দলে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহেদুল হক, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) তারিক মাহমুদুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ছালেকুর রহমান শামীম ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবদুল মোতালেব। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঠপর্যায়ের অবস্থা বিবেচনায় ধানটির জীবনকাল কম- বেশি ১৫৫দিন এবং ফলন আনুমানিক শতাংশে ২০ কেজি (৪-৫টন/হেঃ) হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন চালের রঙ বেগুনী হলে ধানটি উচ্চমূল্যের হবে। তবে কৃষক মঞ্জুর জানান, সংগ্রহকালীন সময়ে চালের রঙ অন্যান্য উফশী জাতের মতোই দেখেছেন। তাই সমস্ত বিষয় জানতে ধান কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, জনাব মঞ্জুর হোসেন সাতক্ষীরার যে কৃষকের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলেন সে কৃষকের নিজের জন্য সংরক্ষিত বীজ ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে বলে জানান। তিনি পুনরায় মঞ্জুর হোসেনের কাছ থেকে বীজ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। (তথ্যসূত্র: এগ্রিলাইফ.২৪)

রংপুরে গম ফসলের ওপর দস্তা সারের প্রভাব শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মাঠ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যরত বিএআরআই গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. আশরাফ হোসেন

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) মৃত্তিকা সম্পদ বিভাগের আয়োজনে রংপুর লাহিড়ীরহাট সাহাবাজপুর ব্লকে গম ফসলের ওপর দস্তাসারের প্রভাব শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর সরেজমিন কৃষি গবেষণা বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. সেলিনা হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. আশরাফ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. সারওয়ারুল হক, বিএআরআই এর

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রংপুরে গম ফসলের ওপর দস্তা সারের প্রভাব

(৩ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. সোহেলা আক্তার ও কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুরের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন জিংক উদ্ভিদ-প্রাণী ও মানবদেহের অপরিহার্য উপাদান। বিশ্ব জুড়ে ৪.৫ লক্ষ শিশু জিংকের অভাবে প্রতি বছর মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে। এ দেশে মানুষের খাদ্যে ও প্রাণীর খাদ্যে যে পরিমাণ জিংক থাকার কথা তার চেয়ে কম বিদ্যমান। ফলে এ দেশের ৫৫ ভাগ মানুষ জিংক ঘাটতিতে আছে। ফসলে জিংক সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য তালিকায় দস্তার অভাব মোকাবেলার একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। সেলক্ষ্যে বিএআরআইয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ দস্তাসার ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ ড. মো. সারওয়ারুল হক বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৮ লক্ষ মানুষ দস্তার অভাবে মারা যাচ্ছে। জমিতে দস্তাসার দিলে প্রকারান্তে সেটা ফসল-খাবারের মাধ্যমে মানুষের দেহে দস্তার অভাব পূরণ করে। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. সোহলো আক্তার বলেন বিশ্বজুড়ে মানুষের খাবার পুষ্টিসমৃদ্ধ করতে বায়ো-ফর্টিফিকেশন করা হচ্ছে। গম চাষে দস্তাসারের পরিমিত ব্যবহার তারই একটি অংশ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন।

মাঠ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে কৃষক শাসছুল আলম বলেন, মাটি পরীক্ষা করে তার জমিতে দস্তাসারের ঘাটতি দেখা যায়। গবেষকদের পরামর্শ অনুযায়ী তার গমের জমিতে পরিমিত পরিমাণে জিংকসহ অন্যান্য সার প্রয়োগ করেছেন এবং ফলনও ভালো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের উপস্থিত সব কৃষক গবেষণা প্লট পরিদর্শন করেন। মাঠ দিবসে অন্যদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. জান্নাতুল ফেরদৌস, কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম, কৃষিবিদ ড. মো. ইয়াকুব আলী, কৃষিবিদ মো. খায়রুল ইসলাম প্রমুখ। মাঠ দিবসে প্রায় দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে চলছে পোকা দমনের পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি আলোক ফাঁদ ও পার্চিং

জৈবিক দমন পদ্ধতির মধ্যে পার্চিং ও আলোক ফাঁদ ব্যবহার করছেন কৃষকরা

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ও পার্চিং একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। অনেক জৈবিক দমন পদ্ধতির মধ্যে পার্চিং ও আলোক ফাঁদ আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। বিষয় দুইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে কৃষি মন্ত্রণালয় তার সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশবান্ধব এ দুইটি পদ্ধতির সম্প্রসারণকল্পে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ধান উৎপাদনে পার্চিং এবং আলোক ফাঁদ বেশ কার্যকর এবং লাভজনক। বিশেষ করে বোরো মৌসুমে এ দুইটি কৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে নির্বিঘ্নে বোরো উৎপাদনে সুবিধা পাওয়া যায়।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে রাজশাহী জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ জানান, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এই পদ্ধতিতে বোরো মৌসুমে বোরো ধানের জমিতে উপকারী এবং অপকারী পোকার উপস্থিতি দেখে ব্যাপকভাবে পোকা দমন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় ধানের অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা বাদামি গাছফড়িংয়ের উপস্থিতি ও সহজ পদ্ধতিতে দ্রুত দমনে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে কম খরচে অনেক বেশি ক্ষতিকারক পোকা সহজে দমন করা যায়। পার্চিং সম্পর্কে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রহিমা খাতুন জানান, আলোক ফাঁদ ব্যবহারে পরিবেশ ভালো থাকে, উৎপাদন খরচ কম হয়, কীটনাশক কম লাগে এবং বিপিএইচের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আলো দেখলে বাদামি গাছফড়িং বা বিপিএইচ পোকা ছুটে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়, ফলে সহজে এ পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পদ্ধতি এলাকার কৃষকগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে এবং ভালো উপকার পাচ্ছে। এতে এলাকার কৃষকগণ উপকারী ও অপকারী পোকা সহজে চিনতে পারছে। তিনি আরও বলেন, পার্চিংটিকে চুনের দ্রবণে চুবালে অনেকটা ধবধবে সাদা দেখাবে এবং ক্ষেতের অনেক দূর থেকে দৃষ্টিগোচরে আসবে। চুনের পরিবর্তে সাদা পেইন্ট দিয়েও পার্চিংয়ের ওপরের অংশকে রঙ করা যাবে। আর মাটিতে পুঁতার অংশে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিলে খুঁটির স্থায়িত্ব বেশি হয়। রঙ বা সাদা না করেও পাখি বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। পার্চিং আইল থেকে বেশ দূরে দেয়াই ভালো এবং জমির যে অংশে চলাচলের অসুবিধা আছে সেখানে স্থাপন করা ভালো। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ হতে এই পদ্ধতি দুটি ব্যবহার করার জন্য কৃষক ভাইদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

খুলনায় চাষিপর্যায়ে ডাল, তেল ও পেঁয়াজবীজ উৎপাদন প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খুলনায় আয়োজিত আঞ্চলিক কর্মশালায় সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

–এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের খুলনা আঞ্চলিক কর্মশালা গত ৫ এপ্রিল সকাল ৯টায় খুলনার দৌলতপুরের ডিএই অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপপ্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জেবুন নেছা জাবেদুর এবং সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ বুদ্ধদেব সেন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম, সফলতা ও বাস্তবায়নের বিষয়গুলো পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, মাঠ ফসলের চাষাবাদের শস্যবিন্যাসে একটা ডাল ফসল থাকলে মাটির উর্বরতা উন্নত হয়। ডাল, তেল ও পেঁয়াজ চাষে পানি, সার ও কীটনাশক অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক কম লাগে বলে এসব ফসল চাষাবাদে কৃষকেরা লাভবান হতে পারেন। তিনি বলেন, একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৬০ গ্রাম ডাল, ৩০ গ্রাম তেল ও ২৫ গ্রাম পেঁয়াজ খাওয়া প্রয়োজন। প্রাণিজ আমিষের বিকল্প ডালে দুধের প্রায় ৭ গুণ, ডিমের দ্বিগুণ এবং চালের প্রায় ৩ গুণ পুষ্টি পাওয়া যায়। বর্তমানে এসব ফসলের আবাদি জমি ধরে রাখার জন্য আরো উন্নত জাত আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানান। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ডিএই খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল লতিফ, ডিএই বাগেরহাটের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আফতাব উদ্দিন, ডিএই সাতক্ষীরার উপপরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান ও ডিএই নড়াইলের উপপরিচালক কৃষিবিদ চিন্ময় রায়সহ ব্রি সাতক্ষীরা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ দৌলতপুর, বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দৌলতপুর, কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনা ও অঞ্চলের সব উপজেলার কৃষি অফিসার, কৃষক প্রতিনিধিসহ ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বারি বিটি বেগুন-৪ এর ফলন দেখে গোবিন্দগঞ্জের কৃষকেরা আনন্দিত

গোবিন্দগঞ্জের গোপিনাথপুরে বারি বিটি বেগুন-৪ চাষ করা জমিতে কৃষক আব্দুর রশিদ

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

এক একর জমিতে বারি বিটি বেগুন-৪ চাষ করে এ পর্যন্ত ৫৫ মণ বেগুন বিক্রি করেছেন। প্রতিটি গাছে ৮-১০টি বেগুন। জমিতে আরও ১০০ মণ পাওয়া যাবে। কোন কোন গাছ বেগুনের ভারে ভেঙে যাবার উপক্রম। তবে বর্তমান বাজারে সকল বেগুনের দাম কম হলেও তার বেগুনের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ও দামও বেশি। আবার জাতটি বেগুনের মাজরা পোকা প্রতিরোধী হওয়ায়, যা ফলন পাচ্ছেন তার পুরোটাই বাজারে বিক্রি করতে পারছেন। পোকায় খাওয়ার কারণে কোনো নষ্ট বেগুন ফেলতে হচ্ছে না। অথচ যারা সাধারণ জাতের বেগুন চাষ করেছেন তাদের ফলনের শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ নষ্ট বা পোকা খাওয়া হয় ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে নভেম্বরে না লাগিয়ে যদি অক্টোবরে লাগানো যেত তাহলে আরও বেশি দাম পাওয়া যেত। বীজ সংরক্ষণ করেছেন ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। গোবিন্দগঞ্জের গোপিনাথপুরের বারি বিটি বেগুন-৪ চাষ করা কৃষক আব্দুর রশিদ এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশে ১০৩ প্রকারের বেগুন আছে। একেক জনের পছন্দ একেক ধরনের বেগুন। আর বেগুন আবাদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা বা স্থানীয়ভাবে একে মাজরা পোকা বলা হয়। এ পোকা দমনে কৃষকেরা সপ্তাহে ২-৩ বার স্প্রে করে থাকেন। দেশের কোনো কোনো এলাকায় প্রতিদিন স্প্রে করে থাকেন, যা কি না জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। গবেষণায় দেখা গেছে বেগুন চাষে মোট উৎপাদন খরচের শতকরা ৩২ ভাগ খরচ হয় বালাইনাশক বাবদ। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ দেশের প্রচলিত জাতের বেগুনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে মাজরা প্রতিরোধী জিন ঢুকিয়ে নতুন জাতের উদ্ভাবন করেছে। বারি বিটি বেগুন-১, ২, ৩ ও ৪ নামে এ যাবৎ চারটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। গত চার বছর এসব জাতের মাঠ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গাইবান্ধা জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আকামু রুহুল আমীন বলেন এ মৌসুমে গাইবান্ধা জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে বেগুন চাষ হয়েছে। এ জাতের বেগুন আবাদ করলে বালাইনাশকের ব্যবহার কমে যাবে এটা কৃষকের জন্য সুখবর। না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, একটি গাছে ১৩-১৪টি বেগুন ধরেছে। এ জাতের বীজ সংরক্ষণ করে আগামীতে বিতরণের ব্যবস্থা নিলে আরও বেশি সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তাছাড়া এ জাতের বেগুন দেখতে আকর্ষণীয় এবং খেতে সুস্বাদু।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. আ স ম মাহবুবুর রহমান খান জানান, বারি বিটি বেগুন-৪ আশ্বিনে চারা তৈরি করে ভাদ্রে চারা রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে। চারা রোপণের ৭০ দিন পর্যন্ত এফিড, জেসিড, সাদা মাছি বা লাল মাকড় নিয়ন্ত্রণে ৩-৪ বার স্প্রে করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ঢলে পড়া রোগ হতে রেহাই পেতে চারা রোপণের আগে জমিতে ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে। আর আলু-টমেটোর জমিতে বেগুন চাষ করা যাবে না।

খাগড়াছড়িতে বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের উন্নত জাত বিনাধান-১৯ এর বৈশিষ্ট্য, চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রদর্শনী স্থাপন বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আবুল কাশেম

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

গত ২২-০৪-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ির উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সহযোগিতায় বিনা উপকেন্দ্র খাগড়াছড়ির প্রশিক্ষণ কক্ষে দিনব্যাপী 'বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের উন্নত জাত বিনাধান-১৯ এর বৈশিষ্ট্য, চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রদর্শনী স্থাপন' বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ আবুল কাশেম, বিনার উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটির আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি এবং বিনার খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ কৃষিবিদ সুশান চৌহান। এ সময় কৃষিবিদ আবুল কাশেম বলেন এক সময় বাংলাদেশে আউশ এবং আমনই ছিল ধান উৎপাদনের প্রধান মৌসুম। যার ফলে রবি মৌসুমে কৃষকরা ডাল, তেল ও মসলাসহ অন্যান্য রবি ফসল আবাদ করত। সেচনির্ভর বোরো ধান চাষের প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য রবি ফসলের আবাদ কমে যাওয়ায় প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে এসব ফসল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। তাছাড়া বোরো ধান চাষের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিনির্ভর আউশ ধান চাষের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিনা উদ্ভাবিত আউশ ধানের উন্নত জাত বিনাধান-১৯ পার্বত্য এলাকার ধানের উৎপাদন বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি বলেন বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আউশ মৌসুমে বিদ্যমান উচ্চফলনশীল ধানের জাতগুলোর পাশাপাশি বিনাধান-১৯ এর আবাদ বাড়ানো গেলে দেশে ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণ পর্বে ড. মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, মাত্র ৯০-১০০ দিন জীবনকাল সম্পন্ন বিনাধান-১৯ আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর অবস্থায় সরাসরি ডিবলিং এবং রোপা উভয় পদ্ধতিতে চাষ করা যায় এবং গড় ফলন যথাক্রমে ৩.৮৪ এবং ৫.৫ টন/হেক্টর। এ জাতটির দীর্ঘমেয়াদি খরা মোকাবেলার ক্ষমতা রয়েছে। চাল লম্বা, চিকন এবং রান্নার পর ভাত ঝুরঝুরা হয় এবং খেতে সুস্বাদু। পার্বত্য এলাকায় জুমের জমিতে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে এ জাতটির আবাদ বাড়ানোর মাধ্যমে এ এলাকার কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি এ জাতের ধানের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের সম্যক ধারণা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে কৃষক কৃষাণী ও সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের মাঝে বিনাধান-১৯ এর বীজ বিতরণ করা হয়।

রংপুরে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যরত কৃষি মন্ত্রণালয় গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে ৭ এপ্রিল শনিবার কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুরের সম্মেলন কক্ষে 'রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে আউশ ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল হান্নান এবং ব্রির পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ সেবা) ড. আনছার আলী। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. আবু বকর সিদ্দিক সরকার।

প্রধান অতিথি মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বলেন, এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার সাথে ধান উৎপাদন ওতপ্রতভাবে জড়িত। তাই তিনি পানি সাশ্রয়ী আউশ আবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আউশের আবাদি এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে একক ফলন বৃদ্ধির জন্য গবেষক ও সম্প্রসারণবিদদের তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ মো. আব্দুল হান্নান বলেন, বোরো ধানের একর প্রতি ফলন বাড়িয়ে ধীরে ধীরে আবাদি জমির পরিমাণ কমাতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় আউশের প্রদর্শনী প্লটের ধান বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করতে তিনি আহ্বান জানান। পীরগঞ্জ থেকে আগত কৃষক প্রতিনিধি মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আউশ ধান চাষ বৃষ্টিনির্ভর হওয়ায় সহজেই লাভবান হওয়া যায়। তবে তিনি বলেন, ভালোমানের উফশী বীজ সঠিক পরিমাণে সরবরাহ করা গেলে আউশের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। ব্রির পরিচালক ড. আনছার আলী জানান, বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে সেখানে আউশ চাষ না করে এক জায়গায় গুচ্ছ আকারে আউশ চাষ লাভজনক।

এতে পোকামাকড়সহ পাখির উপদ্রব কমে যাবে। ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর সমাপনী বক্তব্যে বলেন আউশ মৌসুমের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত বিআর২৪, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৬৫ ও ব্রি ধান৮৩ বোনা হিসেবে এবং বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২ ও ব্রি ধান৮৫ রোপা হিসেবে চাষ করা। তিনি আরো বলেন, আউশ ধান রোপণের সময় ভূউপরিস্থ পানি দ্বারা সম্পূরক সেচ নিশ্চিত করে আবাদি এলাকা বৃদ্ধি করা যায়।ব্রি-রংপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবু বকর সিদ্দিক সরকার মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনায় বলেন, কৃষিকাজে পানির চাহিদা ১৪ হাজার ২০৯ মিলিয়ন ঘনমিটার। যার ৭৭.২% ভূগর্ভস্থ এবং ২২.৮% ভূউপরিস্থ। সেচনির্ভর বোরো ধান আমাদের খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বাধিক অবদান রাখা সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমাতে ও ভৌগলিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে বোরো আবাদি এলাকা যথাসম্ভব কমিয়ে পানি সাশ্রয়ী আউশের আবাদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ইতোমধ্যে ব্রি উদ্ভাবিত আউশ জাতসমূহ কৃষকপর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে এসব প্রযুক্তি সরকারি-বেসরকারিভাবে সমন্বিতভাবে কৃষকপর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ডিএই রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম, দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল ওয়াজেদ, দিনাজপুর জেলা উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. তৌহিদুল ইকবাল, পঞ্চগড় জেলা উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম, রংপুর জেলা উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. সারওয়ারুল হক প্রমুখ। কর্মশালায় ডিএই রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলের সব উপপরিচালক, সব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কর্মকর্তা, ব্রির বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী, নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী, এনজিও এবং কৃষক প্রতিনিধিগণসহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শেষে পাঁচজন কৃষক প্রতিনিধির মাঝে ব্রি ধান৪৮ ও ব্রি ধান৮২ এর বীজ বিতরণ করা হয়।

হবিগঞ্জের হাওরে শস্য কর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মহসিন হাওরঅঞ্চলে কৃষকদের নিয়ে শস্য কর্তন উৎসব সম্পন করেন

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় ১০নং সুবিদপুর ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের হাওরে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে কৃষকদের নিয়ে শস্য কর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ মার্চ শুক্রবার বেলা ১টায় বানিয়াচং উপজেলা কৃষি অফিসার মোস্তফা ইকবাল আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোঃ শাহজাহান কবির, সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প পরিচালক মোঃ ওহিদুজ্জামান, হবিগঞ্জ ডিএই উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী, বানিয়াচং নাগুরা ধান গবেষণা কেন্দ্র প্রধান নাজমুল বারী, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার বশির আহমেদ সরকার, অতিরিক্ত উপপরিচালক মজুমদার মোঃ ইলিয়াছ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জগদীশ দাস প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে দরকার সমন্বিত কাজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সচিব বলেন, এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী সমাজের সব ধরনের দারিদ্র্য বিলোপ এবং ক্ষুধা মুক্তির জন্য দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। এজন্য কৃষির সম্প্রসারণ ও গবেষণার কাজকে উন্নত এবং গতিশীল করতে হবে। সরকারের কার্যকর উদ্যোগে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়নের সাফল্যে ৪৭ বছরে বাংলাদেশে ধান উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ এবং শাকসবজি ও ফলের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ।

তামাক চাষের বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, সরকার কৃষকের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না এবং করেওনি। তবে তামাক চাষের জন্য সরকার কোনো রকমের সহায়তা ও উৎসাহ দিচ্ছে না। বরং তামাক চাষ কমাতে সরকার নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসার কারণে তামাক চাষ কমে আসছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান। এ সময় সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

পুষ্টি কর্নার ঃ আতা

(সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা)

আতা একটি ক্যারোটিন, ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম আতায় জলীয় অংশ ৭৬.৭ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ৩.১ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯০ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৮ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ২০.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৫ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৯৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.১৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৩৮ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পাকা আতা বলকারক, বাত ও পিত্তনাশক, তৃষ্ণাশান্তিকারক, বমিনাশক, রক্তবৃদ্ধিকারক ও মাংসবৃদ্ধিকারক। আতার শিকড় রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে চাষের জাত ব্যতীত আতার উল্লেখযোগ্য কোনো উচ্চফলনশীল জাত নেই। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, গাজীপুর ও দিনাজপুর এলাকায় আতার চাষ বেশি হয়। আতা খুবই জনপ্রিয়, ফলের ঘ্রাণ এবং স্বাদ অমৃতের মতো।

বারটানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তারা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের (বারটান) আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩২ কর্মকর্তার এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বারটানের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) কাজী আবুল কালাম ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল হান্নান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম বলেন, ষাটের দশকে বারডেম ও বারটান একসাথে প্রতিষ্ঠিত হলেও বারটান বর্তমানে তার শৈশব পার করছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশব্যাপী পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি ও পুষ্টিমান উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বারটানকে একটি অন্যতম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি ও ক্রমান্বয়ে গ্রাজুয়েশন ও পিএইচডি প্রদান করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ মোশারফ হোসেন বলেন, দেশে ক্রমবর্ধমানভাবে উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। খাদ্য চাহিদা পূরণে তাই উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাছাড়া মাছ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি হচ্ছে। এখন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ফল ও শাকসবজি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে বারটান বছরব্যাপী সবজি ও ফল উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে চালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টির ওপর গবেষণা ও ফলিত পুষ্টির উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৫৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যারা সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুষ্টির স্তর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাজী আবুল কালাম বলেন, ৫ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২৪টি সেশন থাকবে এবং বারডেমে দিনব্যাপী একটি সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এইচ এম জালাল উদ্দিন আকবর। বিজ্ঞপ্তি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সামুদ্রিক শৈবাল পরিদর্শন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্যবেক্ষণ করেন। সামুদ্রিক শৈবালের উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি উৎপাদিত শৈবাল বিদেশে রপ্তানি ও টেকসই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে তিনি উপস্থিত সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ সময় তাকে জানান উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক শৈবাল উৎপাদনের ওপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় বিজ্ঞানীদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সামুদ্রিক শৈবাল সম্প্রসারণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আ.ক.ম শাহরিয়ারসহ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন এমপি

–কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১১ মার্চ/১৮ চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন এমপি। পরিদর্শনকালে মাননীয় সংসদ সদস্য সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং সেখানে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি) প্রকল্পে মৌসুমব্যাপী আইএফএম (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কোর্স কো-অর্ডিনেটর, মাস্টার ট্রেনার, প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ ডিএইর বিভাগ/জেলাপর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৯ বছরের ব্যবধানে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৩০ দশমিক ৪৮ শতাংশ। দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। মতবিনিময় শেষে সেখানে তিনি কৃষি ও সেচ কাজে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ড্রিপ ইরিগেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করে সেখানে একটি সৌদি খেজুরের চারা রোপণ করেন। মোঃ মকবুল হোসেন এমপি ১৪২৩ বঙ্গাব্দে জন্য কৃষিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উদ্যোগে সভায় এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ–১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মুহাঃ গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল হান্নান, আরআইসি, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আইএফএমসি রাজশাহী প্রকল্পের কোর্স কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মনজুরুল হুদা, কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ সাইফুর রহমান ও উদ্যান প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন এমপি চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ সোনা মসজিদ কোয়ারেন্টাইন অফিস, তোহাখানা ও সোনা মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধি ও হজরত শাহ্ নেয়ামতউল্লাহর মাজার জেয়ারত করেন।

বান্দরবানে অ্যাডাপটিভ রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর সলভিং এক্সিসটিং প্রোবলেম অন ক্রপ প্রোডাকশন সিস্টেম ইন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙামাটি

পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালি, কাপ্তাই এর আয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়ের আওতায় হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটার সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। কর্মশালা স্বাগত বক্তব্যে প্রকল্প সমন্বয়ক দয়াল কুমার চাকমা প্রকল্পের বর্তমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সভায় উপস্থাপন করেন। কারিগরি অধিবেশনে পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান গবেষক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলতাফ হোসেন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম এবং ফলাফল উপস্থাপন করেন। তিনি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ফলের আবাদ বাড়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া তিনি পার্বত্য এলাকায় বিলাতি ধনিয়া চাষে বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের ব্যাপারে গবেষণালব্ধ তথ্য কর্মশালায় উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা দেশের মোট আয়তনের প্রায় দশ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা এখনও সম্ভব হয়নি।

এইসব প্রতিকূলতার মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাব, মাটি ক্ষয় ও ভূমিধস, রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ করে তা নিরসনের সহজ উপায় উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির বক্তব্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার পার্বত্য এলাকার কৃষির উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি কৃষির বর্তমান সমস্যা উত্তরণে গবেষণালব্ধ তথ্য কার্যকরভাবে কৃষকদের মাঝে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্য সব পন্থা অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষক-কৃষাণী ও জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেণ।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯১১২২৬০, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd